নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১৪)

রামকৃষ্ণদেব রাখালকে বলতে লাগলেন — ''না রাখাল তা হয় না, তুই বুঝিস্ না কেন বলত? রাণী মা এখনো আমায় জানে, আমি তাঁর বেতনভোগী পুরোহিত, দৈনিক ভোগের জিনিসই আমি প্রসাদ বলে খাব, সেই জন্য আলাদা খাবার ব্যবস্থাও করেন নি, দু'একবার মুখেই বলেছিলেন, আর তাতে আমি নারাজও হয়েছিলুম। প্রতিদিন যা ভোগের জিনিস পাঠান, সবই তা আমি, তাঁর বাড়ীতেই পাঠিয়ে দিই, তবুতো, একদিনও আমায় জিজ্ঞাসা করেন নি — 'তুমি কি খেয়ে থাক?' তাই বলছি, তুই ভিক্ষে করে যে চাল ডাল এনে দিবি, আমি তা স্বপাক করে মায়ের কাছে প্রসাদ করিয়ে নিয়ে তবে খেতে পাব। তুই যেদিন, নিজে না এনে দিবি, সেদিন আমার খাওয়াও হবে না আর মায়ের প্রসাদ করে দেবার ভাব-ভঙ্গিমাগুলোও দর্শন হবে না।''

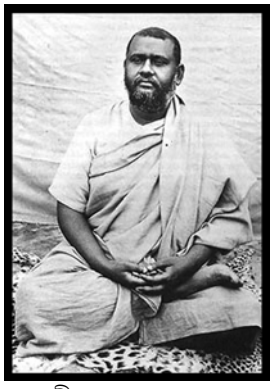

শ্রীরাখাল মহারাজ

রাখাল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— ''মায়ের আবার প্রসাদ করে দেবার ভাবভঙ্গিমা কি থাকতে পারে? তুমিই তো বল—মা তোমার সাধারণ দেবী মূর্ত্তির সাজ নিয়েই আসেন, তোমার সঙ্গে কথা বলেন, আর খাওয়া-দাওয়াও ঐ রকম ভাবেরই হয়ে থাকে।''

রামকৃষ্ণদেব হাসি মুখে উত্তর দিলেন — ''মা কি কিছু খান? শুধু ভক্তদের মনোরঞ্জন করবার জন্য নানা ভাবে খাওয়ার ভঙ্গিমাটা দেখান মাত্র। কোনো ভোগের জিনিস শুঁকে দেন, কোনোটা ছুঁয়ে দেন, কোনোটায় দৃষ্টি দেন, আবার কখনও এসেই পেছন ফিরে চলে যান। মায়ের এক একটা আঙ্গুল থেকে এক একজন দেবতা বেরিয়ে আসেন, তাঁরাই খেতে চান না, ছুঁতে চান না, শুধু দেখেই স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে চলে যান; যার যেমন ভক্তি দিয়ে দেওয়া, সেই রকমের দেবতারাও আসেন; আমি যে সব নিজে রান্না করে বাজার থেকে নিজে ফলমূল এনে, নিজেই সেগুলো কেটে কুটে মায়ের কাছে ধরে দিই, সেগুলোই মা নিজে এসে ছুঁয়ে দেন; অন্যের দেওয়া দামী খাবারও মা ছুঁতে চান না; হয় কোন যোগীঋষিকে পাঠান, নয়তো কোন অবিদ্যাকে পাঠিয়ে দেন। বহুকষ্টে নিজে যেদিন মায়ের জন্য ক্ষীর তৈরী করি, শুধু সাদা গরুর দুধ দিয়ে, সেই দিনই দেখি, মা নিজে এসে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ডুবিয়ে দেন, আর সেই দিনই দেখি, নানা রকমের দেবতা এসে, তার প্রসাদ নিয়ে যান।''

রাখাল নির্বাক হয়ে শুনতে শুনতে বলে উঠলেন — ''সে সব দেবদেবী কি মায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকেই সৃষ্টি হয়?''

রামকৃষ্ণদেব বললেন — ''তা নয়তো, আবার কী? আরে, বিশ্বপ্রকৃতি বা বিশ্বজননী সে'ত একজনই— তা কি তুই জানিস্ না? — একই জগন্মাতার অঙ্গ থেকে অনেক ছেলে মেয়ে আসে। মায়ের এক এক অঙ্গ থেকেও তেমনি অনন্ত জগৎ বেরিয়ে আসে। মায়ের এক এক অঙ্গ কেবল লাখ লাখ দেবদেবীর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঁধাকপি দেখেছিস ত? সমস্ত কপিটাই যেমন অনন্ত পাতা দিয়ে ঘেরা, মায়ের রূপও তেমনি। সামনের পাতাগুলো নিকষ কালো, ভেতরের পাতাগুলো শুধু ঝল্‌মলানি আলো ছাড়া কিছুই নয়। তালশাঁস দেখেছিস্ ত, ওপরে কেবল ছোবড়া আর আঁটি, ভেতরে শুধু তরল আর সরস রস ছাড়া কি আছে? যতই এগোবি ততই দেখবি মায়ের ক্ষীর সমুদ্র। সেই ক্ষীর সমুদ্রের মাঝ থেকে যে এক ফোঁটা করে অমৃত রস ঝরে পড়ে, সেইটাই হল এই আকারধারিণী বিশ্বজননী। দুধের শিশু যেমন দুধ ছাড়া কিছুই খেতে পারে না, আবার পেটের মাঝে যে শিশু থাকে, সে যেমন তাও খায় না, বিশ্বজননীও খানিকটা ঐ রকম— বুঝলি?''

এই সময় কখন নরেন এসে যে বসে আছে রামকৃষ্ণদেব তা টের না পেয়েও বলে যেতে লাগলেন — ''এই নরেন যেমন বলে, মায়ের রূপ চিন্তা কেবল হাতীর বেল খাওয়া — হাতী যখন গোটা বেলটা খেয়ে ফেলল তখন তার মধ্যে শাঁসও ছিল, রসও ছিল, বীজও ছিল, আবার যখন সেটা তার গু-গোবরের সঙ্গে বেরিয়ে এল, তখন সেটা তেমনি গোটা হয়েই বেরিয়ে এলে —কিন্তু ভেঙ্গে দেখা গেল সেটাতে আর সেই শাঁসও নেই, রসও নেই, বীজও নেই — হাতীর পেটের মধ্যে এমন হাত-পা ওয়ালা এক দেবতা আছেন, যিনিই ওসব কাজ করেন। মায়ের রূপও তাই। সবই শূণ্য।'' *...ক্রমশঃ*